যে দেশে শাসক গোষ্ঠী নৈতিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, শুধু নিজের ক্ষমতা কায়েম রাখতে চায়, সে দেশে যে হীন মানসিকতার মানুষের সংখ্যা বাড়বে – এবং নিত্যনতুন অভূতপূর্ব নৃশংস ঘটনা ঘটবে, তা তো স্বাভাবিক। আজ পশ্চিম বঙ্গের সমাজ জীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে, জ্বালানি দপ্তরে, স্বাস্থ্যবিভাগে... ইত্যাদি সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে দুর্নীতি। তবে যে কোন জঘন্য অধ্যায়েরই সমাপ্তি অনিবার্য। জেগে উঠেছে জনগণ, তাই অসুর নিধন যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হতে দেরি নেই...

গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

ত্রৈমাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৫, সংখ্যা ৪

অক্টোবার ২০২৪

কলম হাতে

মালা মুখার্জী, শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী, অনাবিল তসনিম, সামিমা খাতুন, সুধীর বরণ মাঝি, রাজশ্রী দত্ত এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

কবিগুরুর কবিতায় কত সহজ-সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে ট্রামের কথা। প্রাচীন কলকাতার বুকে এক অন্যতম যাতায়াত মাধ্যম হিসাবে ট্রাম স্বমহিমায় চালিত হয়েছে। বর্তমানেও এই ট্রামের চলাচল বন্ধ না হলেও তাতে বেশ কিছুটা ভাটা পড়ে গেছে।

সালটা ছিল ১৮৭৩। যে সময় প্রথম ঘোড়ার সাহায্যে ট্রাম চালানো হত। পরবর্তীকালে ১৯০২ সালে বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রাম চালানো শুরু হয়। সেই থেকে প্রাচীন কলকাতার একমাত্র গণ সংযোগের ঐতিহ্য হিসাবে ট্রাম প্রায় ১৫০ বছর ধরে টিকে আছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, যুগের বিবর্তন ও অন্যান্য দ্রুতগামী যান আসার ফলে কোথায় যেন ট্রামের কদর অনেকাংশে শিথিল হয়ে গেছে। বড়ো বড়ো বিল্ডিং, প্রশস্ত রাস্তা, ফ্লাইওভার প্রভৃতি দখল করে নিয়েছে ট্রাম চলাচলের পথগুলিকে। তবুও একটা নির্দিষ্ট রুটে চলাচলের মধ্যে দিয়ে ট্রাম তার প্রাচীনত্বকে ধরে রেখেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু বিজ্ঞপ্তিতে তুলে ধরা হয়েছে এই ট্রাম বন্ধের পরিকল্পনার কথা। শহরতলির বুকে এই দূষণহীন যান বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে পক্ষে কিংবা বিপক্ষে যাই যুক্তি থাকুক না কেন, এটা কোনভাবেই অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে – পুরাতন কিছুকে বাদ না দিয়ে তাকে নতুনত্বের সাথে মিলিয়ে দেওয়াই হল প্রকৃত নবজাগরণ। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

বই

নর্মদা পরিক্রমার পথে – ডাঃ অমিত চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থলঃ জাগরী পাবলিকেশন প্রা. লি.

কলেজ স্ট্রিট ইষ্ট, ব্লক ৪, কলকাতা ৭০০০৭৩

দূরভাষঃ +৯১ ৮০০১১ ৩২৮০৯

কলম হাতে

মানবতার স্বপ্ন

সুধীর বরণ মাঝি

আমিও বিক্রি হবো সেখানে
আছে যেথায় ভালোবাসা ভালোলাগা,
জীবনের নতুন স্বপ্ন, নতুন গল্প!
সত্য সন্ধানের নতুন প্রশ্নে আপোষহীন।

আমিও বিক্রি হবো সেখানে
নেই যেথায় প্রতিহিংসা হানাহানি বিদ্বেষ,
মিথ্যে অন্ধবিশ্বাসের অহংকার
লোভ আর মোহের নগ্নতা।

আমিও বিক্রি হবো সেখানে
আছে যেথায় সম্প্রীতির অটুট বন্ধন
উন্নত রুচি বিকশিত জীবনের অফুরান সম্ভাবনা
সবার উপরে মানুষ সত্য এই চিন্তায়।

আমিও বিক্রি হবো সেখানে
দেশমাতৃকায় স্বাধীনতায়
শ্রমজীবী মানুষেরর অধিকার নিশ্চয়নে

বর্ণবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ।

আমিও বিক্রি হবো
তবে তোমাদের মতো করে নয়।
তোমরা যারা নিজের পকেট ভরতে
অন্যায়ের হাতে মিথ্যের সাথে বিক্রি হচ্ছ প্রতিক্ষণে। ■

দুর্গা

সামিমা খাতুন

দেবীপক্ষের
শুভ দিনে,
মৃন্ময়ীর আরাধনা,
বিশাল উৎসব আয়োজনে,
মিটুক সব বেদনা।

ঝলমলে আলোর বাহারে,
চির-চেনা গানের সুর,
মনে জমা ভয়ের আঁধারে,
ফাঁদ পাতে অসুর।

কোথাও দুর্গা গুমরে মরে,
কোথাও দুর্গা বন্দী,
কোথাও পিষ্ট কথার ভারে,
কোথাও করে সন্ধি।

কোথাও শিকার খেলার
ছলে,
কোথাও অটল কর্তব্যে,
কোথাও বা ক্ষমতা
দখলে,
কোথাও মৃত্যু গর্ভে।

পেশীর জোরে পুরুষ জয়ী,
বারে বারে প্রমাণিত, হায়,
কোমল মনের মমতাময়ী,
দুর্গারা বড় অসহায়।

অজানা শঙ্কা ঘিরে থাকে,
জীবন ফেরে ছন্দে,
কাদের কান্না পিছু ডাকে;
মানুষ পড়ে ধন্দে! ■

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

গদির ক্ষোভ

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

চল্-রে বিদুর চল্
রণক্ষেত্রের
অবস্থাটা
একটু আমায় বল্...

আমার বাছারা অবুঝ বড়,
খেলার ছলে কাণ্ড করে,
লোক হয়ে যায় জড়...

জন্মালে যে মরতে হবে,
ভ্রষ্টোন্মাদ জনতাকে
সে সত্যটা কে বোঝাবে!

সকাল-বিকাল সত্য বলি,
(তবু,) ওরা ভাবে মিথ্যা...
আমি নাকি অলীক পথেই চলি।

আমার দেশে পুজিত হয়
মস্ত মস্ত গরু, ওরা বলে –
গরুগুলো হচ্ছে নাকি চুরি...
মিথ্যা কথা, প্রমাণিত তো নয় ...

দেশের মানুষ ভাজুক চপ্,
ব্যস্ত থাকুক পুজো নিয়ে,
গিলুক মহা-শিল্প আনার ঢপ।

বদ্যিগুলো কাজ করেনা,
মঞ্চ বেঁধে আওয়াজ তোলে,
আমার বুলি কেউ শোনেনা।

টাকার কাছে হার মানেনা,
দেশে এমন মানুষ বিরল
জনতা কি তা বোঝেনা! ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২১

https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp

https://online.fliphtml5.com/osgiu/kabb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ckkh

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tlro

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ehsn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ogbi

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zrsw

https://online.fliphtml5.com/osgiu/iirn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/uuyz

পাঠকদের সুবিধার্থে

নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'গুঞ্জন'-এর ২০২১ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।

বোধ

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

এ ক পিদিমের আলো জ্বালিয়ে রাখো
সারারাত জুড়ে তোমার ছোট্ট ঘরে
অন্ধকারে যত অশুভের হানা।
তা তোমারও নয় আর অজানা।
কালো যবনিকা ঢাকতে চায় চিরতরে
আলোর পথ, তাই পিদিম জ্বালাতে শেখো।

পথ আগলে বসে আছে শান্ত নেকড়ের দল
জোনাকিদের সাথে জমিয়েছে ভাব
চলতি পথে আছে ছাই চাপা গর্ত।
বেসামাল হলেই মানতে হবে শর্ত।
প্রাণ ভরে বাঁচাটাও হয়ে যায় চাপ
জাদু মন্ত্র জানো যদি তুমি তবেই সফল। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২২

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ialo

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eusb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tath

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zkwb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lnps

https://online.fliphtml5.com/osgiu/gqaz/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/noyb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/oomz/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eoat/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ubpb/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/rvpr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/fbyc/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'-এর ২০২২ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

নদীর নাম তুঙ্গভদ্রা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডঃ মালা মুখার্জী

মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকাল তখন দিল্লিতে, দক্ষিণের কাকাতীয়, ওয়ারেঙ্গেলের হিন্দু সাম্রাজ্যগুলো প্রায় ধূলিসাৎ, এই কাকাতীয় রাজাদের সেনানায়ক হরিহর আর বুক্কা নামের দুই সাহসী বীর গড়ে তোলেন দক্ষিণের হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগর। দিল্লীর সুলতানদের সিংহাসন আরোহন কালে একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা থাকতো দাক্ষিণাত্য জয়ের, কিন্তু খুব কমজনই তা করতে পারতো।

মহম্মদ বিন তুঘলক ইতিহাসে যতই পাগলা রাজা বলে খ্যাত হন, তাঁর কূটবুদ্ধি ছিলো ভয়ানক। দক্ষিণে কাকাতীয় সাম্রাজ্যের গৌরব অস্তমিত হলেও বীরপ্রসবিনী ধরিত্রীর বুকে হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষা করার মতো বীরের অভাব ছিল না। হরিহর, বুক্কা, গঙ্গু, এঁরা সবাই তার প্রমাণ। এঁদের দিল্লীতে নিমন্ত্রন করে নিয়ে গিয়ে অজান্তে গো-মাংস খাইয়ে ধর্মান্তরিত করবার চেষ্টা করেন মহম্মদ বিন তুঘলক। গঙ্গু হয়ে গেলেন হাসান গঙ্গু, প্রতিষ্ঠা করলেন দিল্লীর মদতপুষ্ট বাহামনী

সাম্রাজ্য*, অস্বীকার করলেন হিন্দু লিনিয়েজ, কিন্তু হরিহর আর বুক্কা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করলেন না। তাঁরা গেলেন বিদ্যারণ্য নামে এক সন্ন্যাসীর শরণে, প্রায়শ্চিত্ত করে বিধিপূর্বক হিন্দুধর্মে ফিরে এলেন, গড়ে তুললেন বিদ্যানগর, কালক্রমে যার নাম হলো বিজয়নগর।

হরিহর আর বুক্কার বংশ সঙ্গম ডাইনেস্টি, এই বংশেই প্রথম এবং দ্বিতীয় দেবরায়, মল্লিকার্জুন প্রভৃতি রাজন্যবর্গ রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় দেবরায় এবং মল্লিকার্জুনের কথাতো ‘তুঙ্গ-ভদ্রার তীরে’র পাঠকরা জানেন। এরপর সঙ্গম বংশ দুর্বল হতে সুলুভা বংশ কুড়ি বছর, তারপর, নরস নায়েকের হাত ধরে তুলুভা বংশ বিজয়নগরের শাসক হয়। এত ঘনঘন রাজা পরিবর্তনের কারণ ছিল বাহমনী সাম্রাজ্যের প্রতি বছর আক্রমণ। ইতিমধ্যে বাহমনীও ভেঙ্গে পাঁচ টুকরো হয়েছে, আহমেদনগরের নিজামশাহী, বিদরের বারিদ-শাহী, বিজাপুরের আদিল-শাহী, গোলকুন্ডার কুতুবশাহী, বেরারের ইমাদশাহী; কিন্তু বিজয়নগরকে আক্রমণ এনারা সমবেতভাবে করতে থাকেন, তাও কোন বিশেষ কারণ ছাড়া।

তুলুভা বংশের নরস নায়েক সন্ধি করতে গিয়েছিলেন, ফেরেন ঘায়েল হয়ে। নরস নায়েককে অতর্কিতে আক্রমণ করা হয়। তাঁর মৃত্যু হলে জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর নরসীমহা রাজগদি পান, কিন্তু এখানে একটু টুইস্ট আছে। রাজার দুই

*কেউ কেউ বলেন বাহামনী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা জাফর খান আফগান বা তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন।

রাণী, ছোটো রাণীর ছেলে বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চেয়েও যোগ্য বেশী, রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে একজন বিচক্ষণ বীরের প্রয়োজন, তাই দক্ষিণের কৌটিল্য তিম্মারাসু ছোটো রাণীর ছেলে কৃষ্ণদেব রায়কে ভ্রাতা বীর নরসীমহার মৃত্যুর পর রাজা করেন। বিজয়নগরের ইতিহাসে রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের মতো বীর আর সুযোগ্য শাসক বোধহয় কেউ নেই, ইনি সুলতানদের শুধু পরাস্তই করেননি – দক্ষিণের সকল হিন্দু রাজাদের একত্রিত করে-ছিলেন। রাজনৈতিক ঐক্যই তো সব নয়, শ্রেষ্ঠ নৃপতি তিনিই যিনি প্রজাহিতকারী, কিন্তু প্রজাদের হৃদয় জয় করতে রণদামামা নয়, প্রয়োজন বংশীর মধুর ধ্বনি, আর ভক্তিগীতি।

অমুক্তমাল্যদা আর জাম্ববতী কল্যাণম ভাগবত ভক্তির আলোড়ন তুলল প্রজাহৃদয়ে, ভক্তি আর প্রেম মিলে গেল যখন অমুক্ত-মাল্যদার কাব্যের নায়িকা অনাথা বালিকা নিজের গলার মালা তিরুপতিকে পরিয়ে গেয়ে উঠলেন *‘তোমাতেই আমি, আর আমাতেই তুমি’*।

রাজা সুলেখক, কবি এবং গায়ক, ভগবান তিরুপতি তথা অন্ধ্র-মহাবিষ্ণুর মাহাত্ম্য লিখে তেলেগুদেশমকে নিজের আয়ত্তে আনলেন।

কর্ণাটকের কন্নড়, তেলেগু আর টুলু-স্পিকিং অঞ্চলে কৃষ্ণদেব রায় প্রভাব বিস্তার করেন। এঁর সভা

অলঙ্কৃত করতেন তেনালী-রমণ সহ অষ্ট দিগগজ।

যখন তিরুপতি বালাজীর ভক্তিগীতিতে দক্ষিণের হিন্দু সম্প্রদায় এক হচ্ছে, তখন উৎকলেও গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যের হরিনাম সংকীর্তনে বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে উৎকর্ষতা প্রদান করছিলেন। যিনি জগন্নাথ, তিনিই তিরুপতি, এই দুই ভক্তের পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হলে কেমন হয়? হয়তো এমনটাই ভেবে গজপতির কন্যাকে বিবাহ করতে চান কৃষ্ণদেব রায়। কিন্তু উৎকলের রাজকন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর পিতার পরাজয় ভোলেননি, ভোলেননি পেনুকোন্ডা দুর্গে বন্দী থাকার দিনগুলোও। সদ্য যৌবনবতী রাজকুমারী জগন্মোহিনীর কোনো ইচ্ছা ছিল না দুই সতীনের সাথে ঘর করার। এই মনোভাব থেকে জন্ম নেয় অসন্তোষ, যার কারণে বৈবাহিক নীতি সফল হয়নি।

দক্ষিণে এও প্রচলিত আছে, জগন্মোহিনী কারও দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যুবরাজকে বিষ দেন, পুরো দোষটা মহামন্ত্রী তিম্মারাসুর ওপর দেওয়া হয়। তিম্মারাসুই কৃষ্ণদেব রায়কে সিংহাসনে বসান, তাঁকে মহারাজ আপ্পাজি বলে পিতার ন্যায় সম্মানও করতেন, তথাপি শাস্তি দিতে বাধ্য হন। চোখ অন্ধ করে দেওয়া হয় মহামন্ত্রীর, বন্দী করা হয় তাঁর পরিবারের সকল পুরুষকে; কিন্তু সত্য কখোনো চাপা থাকে না। কী পরিণাম হয়েছিল রাজকন্যার? কেউ
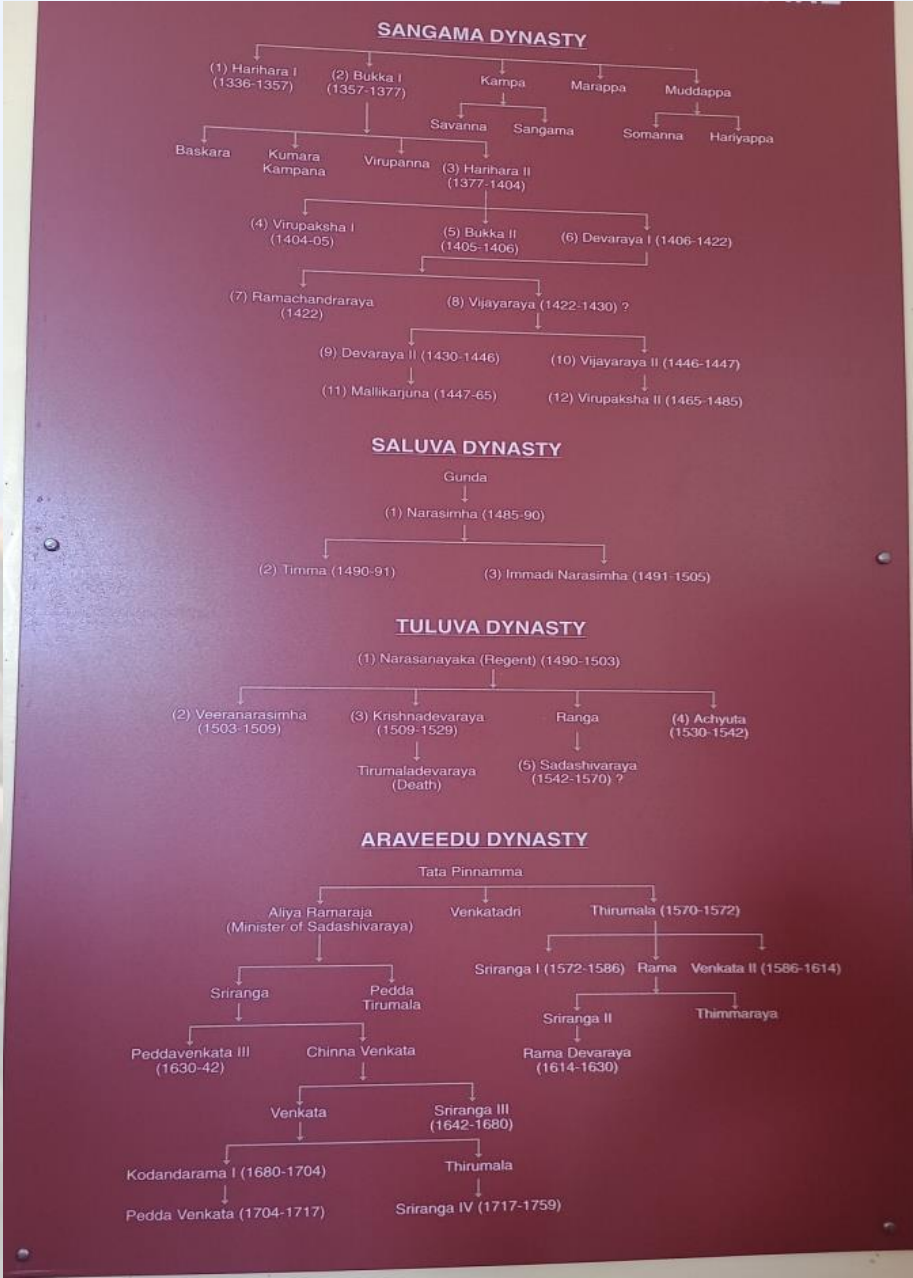
বিজয়নগরে শাসনকারী বংশের তালিকা...

বলে তিনি নির্বাসিতা হন, কেউ বলে চিরবন্দিনী, কেউ বলে আত্মঘাতিনী; কিন্তু কোনো শিলালিপি ওড়িশা আর বিজয়নগরের বৈবাহিক চুক্তির কথা স্বীকার করে না। কেন এই নীরবতা? হয়তো হিন্দু-ঐক্যকে ভাঙতে দেওয়া যাবে না তাই! প্রজাহিতে নৃপতিকে পুত্র-শোকও সইতে হয়।

প্রাচীন দুর্গা মূর্তি...

উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে রাজার জামাতা রামা রায় প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন, রাজার ভ্রাতা অচ্যুত দেব রায় এবং পৌত্র সদাশিব রায় তাঁর হাতের পুতুল হয়ে ওঠেন, এই কাহিনী "কাকাবাবু ও বিজয়নগরের হিরেতে"-ও বর্ণিত আছে। রামা রায়ের ভাইয়ের মাধ্যমে আরাভিদু ডাইনেস্টি বিজয়-নগরের ক্ষমতা হাতে তুলে নেয়। এরপরও পুরো এক শত বছর বিজয়নগর ছিলো, কিন্তু তার কোনো রাজ-নৈতিক গুরুত্ব ছিলো না।

কৃষ্ণদেব রায় যাঁর সময়ে বিজয়নগর কৃষ্ণানদী থেকে কেরল অবধি বিস্তৃত ছিলো, সেই রাজা তাঁর দুই পত্নী তিরুমালা দেবী আর চিন্না দেবীর সাথে দণ্ডায়মান হয়ে আর্কিওলজিকাল মিউজিয়মে স্বাগত জানাবেন। টিকিটের মূল্য মাত্র ষাঠ টাকা, পুরোদিনের জন্য, সবকটা পয়েন্টের জন্য ঐ একখানাই টিকিট।

প্রাচীন দুর্গা মূর্তি...

বাসে বসে গাইডের মুখে বিজয়নগরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনতে শুনতেই রুক্ষ পাথুরে জমি শুরু হয়ে গেছে। বড় বড় বোল্ডারের মতো পাথর-গুলো যেন একে অপরের সাথে অদ্ভুত ভাবে জুড়ে আছে।

পুরো অঞ্চল জুড়ে গুহা,

অনন্ত শয্যায় শ্রীবিষ্ণু...

এখানে বিজয়নগরের মাঝে মাঝেই রয়েছে রামায়ণের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো, অঞ্জনাদ্রি হিল, হনুমান-জননী অঞ্জনার নামাঙ্কিত এই গুহায় একাদশ রুদ্রাবতার জন্ম নেন, বানররাজ কেশরী আর মাতা অঞ্জনার পুত্ররূপে।

নশোটার মতো সিঁড়ি আছে, তবে বর্ষায় পর্যটকরা যেতে পারেন না। এছাড়াও এখানে শবরীর কুটির, মাতঙ্গ ঋষির আশ্রম আছে। ...ক্রমশ ■
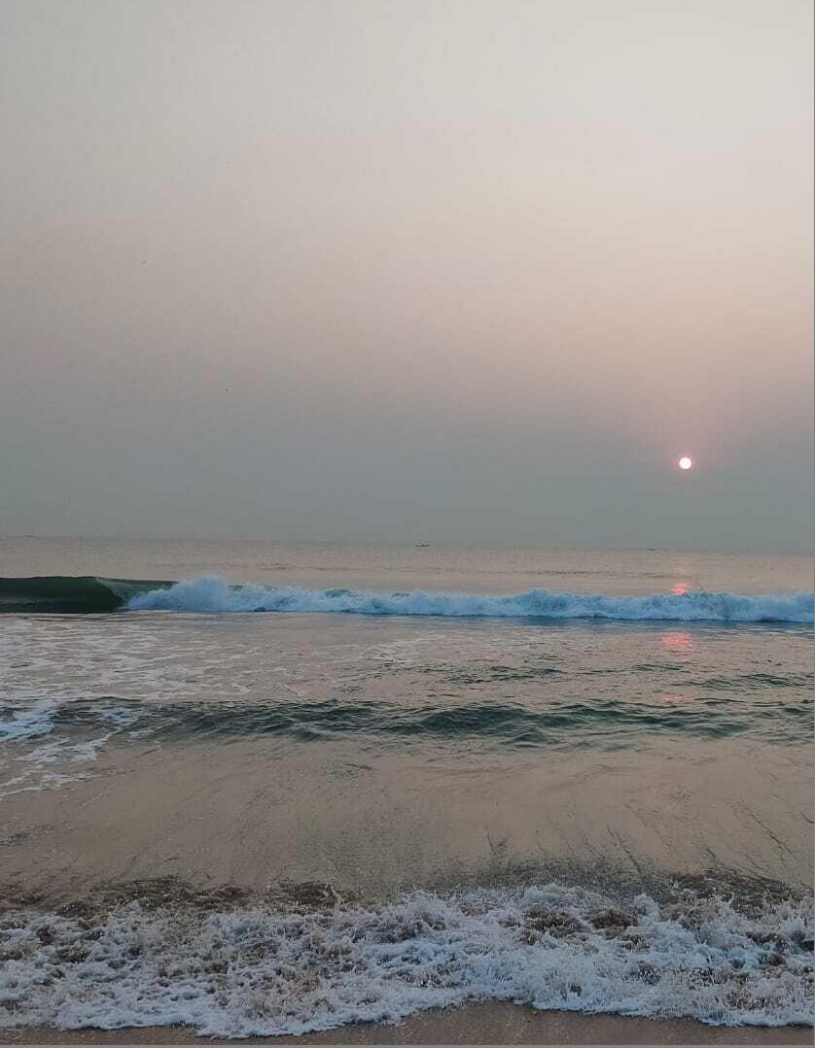
ছবির নামঃ **বঙ্গোপসাগরে সূর্যোদয় (চেন্নাই)...**

চিত্রগ্রাহকঃ **প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)**

আপনি কি ছবি তুলতে ভালবাসেন? তাহলে আপনার নিজের নাম এবং পাসপোর্ট সাইজের ছবির সাথে আপনার তোলা শ্রেষ্ঠ ছবিটি আমাদের ই-মেলে পাঠিয়ে দিন।

ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

মুক্তি

দ্বিতীয় পর্ব

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

গোয়েন্দা কাহিনী পড়তে ভীষণ ভালোবাসে কিংশুক। তার সবচেয়ে প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি গোয়েন্দা গল্প সে গুলে খেয়েছে।

অজানাকে জানবার প্রতি তার ভীষণ আগ্রহ। অতি সম্প্রতি বাগানের ঐ পাগলকে নিয়ে তার কৌতূহলের শেষ নেই। এর মধ্যে ও রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে।

কিংশুকের বয়স মাত্র ১২ বৎসর, ক্লাস এইটে পড়ে। তার বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক। মা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। কিংশুক কিন্তু নামকরা বাংলা মিডিয়াম ইস্কুলে পড়ে। এ নিয়ে বাবা-মায়ের মধ্যে মতান্তর আছে। বাবা চায় ছেলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে ঝকঝকে ক্যারিয়ার গড়ুক। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, মা চায় ছেলে বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুলে পড়ুক। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই বিপরীত মেরুকরণ কেন তা বোঝা দুস্কর। মায়ের বক্তব্য ছেলে ভালো বাংলা জানে, মাতৃ-

ভাষার উপর তার ভীষণ আগ্রহ আর তাছাড়া অন্যান্য সাবজেক্টে সে যথেষ্ট ভালো। ইংরিজিতেও বেশ ভালো এবং ইংরেজি আমি নিজে পড়াই । তাই শুধুমুধু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে সে কি করবে? ফটফট করে ইংরেজি বলবে সেটাই কি সব! ছেলের যেটা পড়তে ভালো লাগে সেটা তো বাবা-মাকে বুঝতে হবে।

আর বাবার বক্তব্য এই সব বাংলা মিডিয়াম ইস্কুলে পড়ে কিচ্ছু হবে না। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। তার জন্য ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে সাইন্স নিয়ে পড়তে হবে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স, WBCS, IAS পরীক্ষা দিয়ে ভালো চাকরি পেয়ে জীবনের চলার পথ মসৃন করতে হবে। মায়ের বক্তব্য ছেলে যেটা পড়তে ভালোবাসে সেটাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তা না হলে বড় হয়ে সে বাবা-মাকে যোগ্য সন্মান দেবে না। বাবার বক্তব্য – ঐটুকু ছেলের মতামত আবার কি? আমরা যা চাইবো বা বলবো সেটাই ওকে মানতে হবে। After all আমি তো ওর ভালোর জন্যই বলছি...

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতান্তর চলতেই থাকে আর কিংশুক মিটমিট করে হাসে। তার বড় advantage মা তার পক্ষে। তাই সে নিজের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

– কিরে আজকে তোর খেলতে আসতে এত দেরী হলো কেন?

– ঐ যে মা একটু ইংরাজি পড়াচ্ছিলো তাই।

তা তোরা খেলা শুরু করিসনি কেন?

– না, ঐ একটু তোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম, বল যদি আবার বাগানের মধ্যে পড়ে তাহলে তুই ছাড়া কেউ তো কুড়োবার নেই।

– তাহলে যেদিন আমি খেলতে আসবো না, সেদিন কি তোরা খেলবি না?

– না ঠিক তা নয়, আমরা খেলবো তো বটেই, তুই এলে আমাদের বল কেনার খরচটা কমে যাবে তাই। বল বাগানের ভিতর পড়লে আমরা তো কুড়োতে যেতে পারবো না। তাই প্রায়ই চাঁদা দিয়ে বল কিনতে হয়। তা, তুই এলে সেই খরচটা বাঁচবে। আর একসঙ্গে দুটো-তিনটে বল কুড়িয়ে নিয়ে এলে তো কথাই নেই।

এই কথা বলার পর ছেলের দল সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলো, আচ্ছা সেদিন পুরো ব্যাপারটা তুই তো খোলসা করে কিছু বললি না। খালি বললি যে পাগলটা চুপচাপ বসে ছিল। আসলে কি ঘটনা ঘটেছিল, সেটা তো বললি না। তুই অনেকক্ষন বাগানের মধ্যে ছিলি, অতএব কিছু তো একটা ঘটেছেই।

কিংশুক ভাবলো, রসস্যের জাল প্রথম থেকেই উন্মোচিত করা যাবে না, তাতে অনেক অসুবিধা আছে। তাই সে বুদ্ধি করে বললো, আরে ওটা কি আর বাগান আছে, একটা জঙ্গল বলতে পারিস। লাফ দিয়ে সেদিন আমার হাত ছোরে গিয়েছিলো। খুব সন্তর্পনে আমাকে ভীষণ আস্তে আস্তে করে এগোতে

হয়েছিল। বাগানে অজস্য পোকামাকড়, সাপ-খোপ আছে, আর আগাছা এত বড় বড় যে সেগুলি সরিয়ে সরিয়ে আমাকে বল খুঁজতে হয়েছিলো। তাই ফিরতে দেরি হয়েছিল। পাগলটা সেদিন কিছু বলে নি বলে অন্য দিন যে কিছু বলবে না বা আক্রমণ করবে না, তার কি কোনো ঠিক আছে। ওখানে যাওয়া বেশ বিপদজনক। এই বলে ছেলেদের ঐ বাগানে যাওয়ার উৎসাহে সে জল ঢেলে দিলো।

খেলা শুরু হলো, খেলার অন্তিম লগ্নে কিংশুক ইচ্ছা করেই শট মেরে বলটা বাগানের মধ্যে ফেলে দিলো। সবাই বললো, আজকে আর খেলা হবে না। কিংশুক বললো, ঠিক আছে, তোরা সব বাড়ি যা আমি একবার পাঁচিলের উপরে উঠে পরিস্থিতিটা বুঝি। ছেলের দল বললো, আমরা যদি বাড়ি চলে যাই, তারপর যদি তোর কোন বিপদ-আপদ হয় তখন সবাই আমাদেরকেই দোষারোপ করবে।

– আরে না না, তোরা সব চলে যা, আমি হয়তো আজকে বাগানে নামবো না। তোরা শুধুমুধু থেকে কি করবি? আমিও চলে যাবো। কিংশুকের কথার মধ্যে এমন একটা প্রত্যয় ছিল যে ছেলের দল সব বাড়ির দিকে হাঁটা দিলো।

কিংশুক কালমাত্র বিলম্ব না করে মই দিয়ে নেমে সোজা পাগলের কুটিরে গিয়ে উপস্থিত হলো। টিমটিমে আলোয় পাগলের মুখটা কেমন যেন ভয়ঙ্কর লাগছে।

– এসেছিস, তোকে আর বল খুঁজতে হবে না। ঘরের কোনে সব বল জড়ো করা আছে। সবগুলো নিস না। দুটো নিয়ে যা।

কিংশুক বললো, আমি কিন্তু বল নেবার জন্য আসিনি, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এসেছি।

– কি হবে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে! আমি তো একটা পাগল। পাগলের সঙ্গে কেউ বন্ধুত্ব করে?

– কিন্তু তুমি তো পাগল নও, পাগল সেজে আছো।

পাগলের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। বিকট ভাবে হা হা হা করে হেসে, উঠে দাঁড়িয়ে গোঁ গোঁ করে কিংশুকের দিকে হাতের বড় বড় নখ বার করে, সে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো।

কিংশুক এতটুকু ভীত না হয়ে বললো, তুমি আমাকে মারতেই পারো না।

পাগলটা থতমত খেয়ে বললো, তুই কে?

– আমি কিংশুক।

– তুই কি করে বুঝলি যে আমি পাগল নই।

– দেখ, আমি প্রচুর গোয়েন্দা গল্প ও উপন্যাস পড়ি। পড়তে পড়তে আমি বিভিন্ন মানুষের গতি-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছি। দেখো পর্যবেক্ষণ যত নিখুঁত হবে ততই মানুষদের সম্পর্কে সঠিক ধারণায় পৌঁছতে পারা যায়। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তোমাকে দু'দিন দেখে বুঝতে পেরেছে যে তুমি পাগল সেজে আছো। কেন তুমি নিজেকে এমন পাগল

সাজিয়ে রেখেছো? আমি তোমার বন্ধু হতে চাই এবং তোমার সব কথা শুনতে চাই ও তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

– তুই আমাকে এই বন্দীজীবন থেকে মুক্তি দিতে পারবি? তাহলে আমার সব কথা তোকে বলবো।

– মুক্তি দিতে পারবো কি না এই মুহূর্তে বলতে পারবো না, তবে আমার দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না।

– তাহলে বোস, আমি তোকে প্রতিদিন একটু একটু করে আমার সব কথা বিস্তারিতভাবে জানাবো। শোন, আমার নাম রুদ্রাদিত্য সেন।

খট করে লোহার দরজার আওয়াজ হলো। পাগলটা সচকিত হয়ে বললো, কিংশুক তুই এক্ষুনি পালা। মনে হচ্ছে চাকরটা আমার চা নিয়ে আসছে। তোকে-আমাকে একসঙ্গে দেখলে আমরা দুজনেই কিন্তু ভীষণ বিপদে পড়ে যাবো। তুই এখন যা, পরে আসবি। ...ক্রমশ ■

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ **প্রতিফলন...**

চিত্রগ্রাহকঃ **রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)**

আপনি কি ছবি তুলতে ভালবাসেন? তাহলে আপনার নিজের নাম এবং পাসপোর্ট সাইজের ছবির সাথে আপনার তোলা শ্রেষ্ঠ ছবিটি আমাদের ই-মেলে পাঠিয়ে দিন।

ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা 'গুঞ্জন'-এ দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল'-এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট 'ফরম্যাট'-ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি 'পাসপোর্ট সাইজ'-এর ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর **'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)'** গোষ্ঠীতে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: জানুয়ারি ২০২৫ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ নভেম্বর ৩০, ২০২৪

জোছনা রাত এবং নিশি

অনাবিল তসনিম

শফি ভাই ই-মেইল করেছেন। ই-মেইল সাধারণত ছোটো হয়। কিন্তু শফি ভাইয়ের স্বভাব হচ্ছে — চিঠির মতো করে ই-মেইল করা। আজকের ই-মেইলটা অবশ্য একেবারে ভিন্ন। কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা নেই। তিনি লিখেছেন —

জাকির,

তুমি, আজ রাতের মধ্যেই বাড়িতে চলে আসো। জরুরি দরকার আছে। ই-মেইলটা পাবার পরপরই রওনা দেবে। এক মুহূর্তও দেরি করবে না।

ইতি,

আমিনুর রহমান (শফি)

হঠাৎ এই জরুরি তলবের কারণ কী— বুঝতে পারছি না। অবশ্য এরকম হঠাৎ করে ই-মেইল করে জরুরি তলব করাটা শফি ভাইয়ের স্বভাব। এরকম আগেও অনেকবার হয়েছে। দেখা গেছে — তাঁর ই-মেইল পেয়ে আমি তাড়াহুড়ো করে গেলাম, কিন্তু ঘটনা তেমন কিছুই না। এই ঘটনার জন্য রাতারাতি একটা মানুষকে টেনে নিয়ে যাবার কোনো কারণ নেই।

এখন প্রায় দশটা বাজে। রাত যে খুব বেশি

হয়েছে, তাও না...

##

শফি ভাই আমাকে দেখে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে জাকির এতো দেরি করলে কেন?

আমি বললাম, কী হয়েছে শফি ভাই?

- নিশি খুব অসুস্থ। গত এক সপ্তাহ যাবৎ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

- বলেন কী! অবস্থা কি বেশি খারাপ?

- জি। অবস্থা খুবই খারাপ।

-এখন নিশি আছে কোথায়?

- হাসপাতালে।

##

হাসপাতালের ১০৫ নাম্বার কেবিনের একটা বেডে নিশি লম্বালম্বি শুয়ে আছে। গায়ে একটি হালকা আকাশি রঙের জামা জড়ানো। সেন্স নেই। চোখ বুজে আছে। ডাক্তার সাহেব কিছুক্ষণ আগে এসে দেখে গেছেন। আমি বললাম, ডাক্তার সাহেব, পেশেন্টের কী অবস্থা?

ডাক্তার সাহেব হতাশ গলায় বললেন, কন্ডিশন বেশি ভালো না। আপাতত ২৪ ঘণ্টা পার হবার আগে পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না। আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে...

##

অতীতের সময়গুলো মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের কথা। আমার প্রাইভেট জব। ব্যস্ত থাকি। পোস্টিং ঢাকাতে। বেশ বড়ো কোম্পানি। মাসিক বেতনও ভালো।

হঠাৎ একদিন আম্মা অফিসে ফোন দিয়ে

বললেন, জাকির, তুই কোথায় এখন?

- ঢাকায়। কেন মা?

- তুই আজকেই বাড়িতে চলে আয়। একটা দারুণ ভালো খবর আছে।

- খবরটা কী?

- আরে ধুর! বললাম না, একটা ভালো খবর আছে। বেশি কথা বলিস না। তুই তাড়াতাড়ি বাড়িতে আয়।

- আচ্ছা আসছি।

আম্মার কথায় খানিকটা রহস্য আছে। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আম্মা একটা কাজ করবেন, আর সেখানে রহস্য থাকবে না, তা হয়না কখনো। তাঁর প্রত্যেকটা কাজেই রহস্য থাকে। আমি সেই রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য রাফি ভাইকে ফোন দিলাম। ঘটনাটা কী — সেটা না জেনে আগেই বাড়িতে যাওয়া যাবে না। হয়তো বাড়িতে গিয়ে এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হবে — যার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত নই।

রাফি ভাই ফোন রিসিভ করে ওপাশ থেকে বললেন, হ্যালো জাকির। কোথায় তুমি?

- ভাই, আমি তো ঢাকায়। একটু আগে আম্মা ফোন দিলো। তাড়াতাড়ি বাড়িতে যেতে বললো। ঘটনাটা কী? কিছু হয়েছে নাকি?

রাফি ভাই বললেন, খবর কিছু শুনো নাই?

আমি বললাম, না।

রাফি ভাই আনন্দিত গলায় বললেন, আজ নিশির

বিয়ে! আর তুমি এখনো ঢাকায় বসে আছো?

- বলো কী! নিশির বিয়ে আজকে? আমি তো কিছুই জানি না।

- তোমাকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য কিছু জানানো হয়নি বোধহয়। যাই হোক, তুমি তাড়াতাড়ি আসো...

##

বাড়িতে গিয়ে দেখি ধুন্ধুমার অবস্থা। বরযাত্রীরা সবাই এসে গেছে। রাফি ভাই তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

আমি নিশির জন্য উপহার হিসেবে একটা সোনার নেকলেস এনেছি। অনেকদিন আগে সে একটা সোনার নেকলেস চেয়েছিলো। ওকে নিয়ে একদিন আমি ঢাকা শহরে গিয়েছি বেড়াতে। তখন একটা মেয়ের গলায় সে সোনার একটা নেকলেস দেখেছিলো। তার নাকি সেটা মনে ধরেছে খুব। সে বায়না শুরু করলো একটা নেকলেস কেনার। আমি পড়ে গেলাম মহা ফাঁপড়ে। নেকলেস কেনার মতো এতো টাকা আমি কোথায় পাবো? তখন আমি সবেমাত্র চাকরিতে জয়েন করেছি। বেতনও কম ছিলো তখন। যে বেতন পেতাম, তা দিয়ে আমার খাওয়া-পরা চলে যেতো কোনোরকমে। তাও একেবারেই টেনেটুনে। কারণ, ঢাকা শহরে সব জিনিসের দাম একেবারে আকাশছোঁয়া। মধ্যবিত্তদের হাতের নাগালের বাইরে।

তখন আর নিশিকে নেকলেস কিনে দেয়া হলো না। কি যে খারাপ লাগলো! নিশি এই প্রথমবার মুখ ফুটে আমার কাছে কিছু চাইলো, কিন্তু আমি দিতে পারলাম না।

আজ নিশির বিয়েতে ওর ইচ্ছেটা পূরণ করতে পেরে ভারি আনন্দ হচ্ছে।

##

সোনার নেকলেস পেয়ে নিশির সেকি খুশি! আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। খুশিতে তার চোখের কোণে পানি এসে গেলো। নিশি আনন্দিত গলায় বললো, ভাইয়া, আমি সেই কবে গলার একটা নেকলেস চাই-ছিলাম, সেটা তোমার এখনো মনে আছে?

আমি বললাম, অবশ্যই মনে আছে। মনে থাকবে না কেন? আমার একটা মাত্র বোন — সে আমার কাছে একটা জিনিস চাইলো, আর আমার সেটা মনে থাকবে না?

- তুমি আমার জইন্য এতো দাম দিয়া সোনার নেকলেস আনছো?

- হ্যাঁ, কেন? তোর পছন্দ হয়নি?

- আমার তো খুব পছন্দ হইছে। কিন্তু এতো দামি জিনিস দেওনের তো দরকার ছিলো না।

- অবশ্যই দরকার ছিলো। আমার বোনকে কি আমি তামার নেকলেস দিবো নাকি? আমার বোন যেমন সুন্দর, তার নেকলেসও হবে তেমন সুন্দর।

নিশি জবাব দিলো না। শুধু মাথা নিচু করে ঠোঁট চেপে হাসলো।

সতেরোই শ্রাবণ ধুমধাম করে নিশির বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের পাত্র আমার পরিচিত। নিশির সাথে যার বিয়ে হয়েছে, সে নিশির কাজিন। নিশির থেকে চার বছরের বড়ো। ছেলে খুবই ভালো। আজকালকার দিনে এরকম ছেলে হয় না। দশ কথায় কোনো রা করে না। কিন্তু আমার চেয়ে আমার ছোট বোনের বর বয়সে বড়ো। যা হোক, আমি ভীষণ খুশি। কারণ আমিনুর ওরফে শফি ভাই আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ।

লাখ কথার কমে নাকি বিয়ে হয় না। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে — এই বিয়ে এক কথাতেই হয়েছে। লাখ কথা খরচ করতে হয়নি। নিশিকে আমিনুর ভাইয়ের কথা বলামাত্র সে রাজি হয়েছে। তাতে বুঝলাম যে, নিশিও শফি ভাইকে পছন্দ করতো।

ছোটোবেলা থেকেই বুঝতাম, শফি ভাই নিশিকে পছন্দ করে। শুধু আমি না, বাড়ির সকলেই তা বুঝতে পারতো।

বিয়েতে দারুণ মজা করলাম সবাই। শফি ভাই একটা গান ধরলেন:

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে, / তখন কে তুমি তা কে জানতো...

শফি ভাই বেশ রসিক মানুষ। বিয়ের আসরটা জমিয়ে রাখলেন।

আসর ভাঙলো অনেক রাতে। রাত তখন দ্বিপ্রহর। বরযাত্রীরা তখনও হৈ-হুল্লোড় করছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে কেউ কেউ বসে বসেই ঝিমোচ্ছে। এলাকার সব ছেলেরা মিলে আড্ডা দিচ্ছে তখনও। চায়ের আসর বসেছে...

##

ভাবতেই অবাক লাগে। চোখের সামনেই নিশি কত বড়ো হয়ে গেলো। এইতো কিছুদিন আগেও আমরা একসাথে সারা গ্রাম চষে বেড়াতাম।

নিশি যেদিন আমাদের ঘর আলো করে আম্মার কোলে এলো, সেদিন নাকি ছিলো জোছনা রাত। অপূর্ব জোছনা হয়েছিলো সেদিন। পূর্ণ চাঁদ যেনো তার সবটুকু আলো ঢেলে দিচ্ছিলো।

আমাদের গ্রামে একটা বিল আছে। বিলে দাঁড়ালে বেশ ভালো লাগে। তার চারপাশ অনেক গাছ-গাছড়ায় ঘেরা। থেমে থেমে অজস্র তালগাছ। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রয়েছে ঝুড়িনামা বিশাল এক বটগাছ। বাড়ির পেছনে আছে নুইয়ে পড়া বাঁশের ঝাড়। বাড়ির উঠোনের সামনে রয়েছে প্রকাণ্ড দুটি শিরীষ গাছ।

নিশি যখন ছোটবেলায় একবার কান্না শুরু করতো, তখন কিছুতেই তার কান্না থামানো যেতো না। কারো কোলেই সে কান্না থামাতো না। আমি তখন ওকে কোলে নিয়ে বিলে যেতাম।

জোছনা রাতে ওকে জোছনা দেখাতাম।

রাতের বেলা যখন হঠাৎ বাতি চলে যেতো, বাইরে ঝিরিঝিরি বাতাস বইতো, আমি তখন নিশিকে কোলে নিয়ে বাইরে বেরুতাম। আমার কোলে চড়লেই তার কান্না থেমে যেতো...

##

- ঘুমিয়ে পড়েছো নাকি জাকির?

আমি চোখ খুললাম। সকাল হয়ে গেছে। শফি ভাই বললেন, কেবিনে চলো। নিশি তোমাকে ডাকছে।

- নিশির জ্ঞান ফিরেছে নাকি?

- হ্যাঁ। কিছুক্ষণ আগে সেন্স ফিরেছে।

আমি কেবিনে ঢুকলাম। নিশি চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, এখন কেমন লাগছে নিশি?

- ভালো।

- হঠাৎ তোর এরকম অবস্থা হলো কী করে? খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো করিস না?

- হ, করি তো।

- হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কতো শুকিয়ে গেছিস! শরীরের প্রতি একটুও যত্ন নিস না নাকি?

- যত্ন তো নেই-ই। কিন্তু আমি তো বাড়ির বড় বউ। একাই সব সামলাইতে হয়। আমার ওপরই তো সব দায়িত্ব।

- আচ্ছা। কথা বলিস না। এখন চোখ বন্ধ করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলে আসি।

- আইচ্ছা...

##

নিশি আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। আমি ওকে তুই করে ডাকি। ও আমাকে তুমি বলে।

নিশির সাথে আমার শেষ দেখা হয় এক ঈদের ছুটিতে। ঈদের দিনের আনন্দের মধ্যে নিশি তার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিরে নিশি কেমন আছিস?

নিশি বললো, তুমাদের দোয়ায় ভালো আছি। তুমি কেমুন আছো ভাইয়া?

- ভালো। শফি ভাই কোথায়?

- ও মোড়ে আছে। আড্ডা দিতেছে মনে হয়। চলে আসবে কিছুক্ষণ পর। ওর কোন্ এক বন্ধু নাকি আসছে, তার সাথে কথা বলতে গেছে।

- ও আচ্ছা।

- ভাইয়া!

- জি।

- ভিতরে আসো। পোলাও-গোশত রাঁধছি। খেয়ে যাবা আইজকা।

আমি বললাম, আমি তো কিছুক্ষণ আগেই খেলাম। এখন খাবো না...

- কুনো কথা শুনমু না। তুমি আসো তো।

খাওয়া-দাওয়ার পর্বটা এড়ানো গেলো না। নিশি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো।

নিশি হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললো, আমাকে দেখতে কেমন লাগতেছে ভাইয়া?

এতক্ষণ খেয়াল করিনি। নিশি নতুন শাড়ি পরেছে। সম্ভবত ঈদ উপলক্ষে কেনা। সে আজ সুন্দর করে সেজেছে। চোখে কাজল টানা। ঠোঁটজোড়া জামরঙ। গায়ের রঙ কালো হলেও চেহারায় মায়া মায়া একটা ভাব আছে। যেকোনো মানুষ একবার তাকালে দ্বিতীয়বারও তাকাবে।

আমি বললাম, বাহ! শাড়িটা তো বেশ চমৎকার। শাড়ি পরায় তোকে তো চেনাই যাচ্ছে না। রীতিমতো পাক্কা গিন্নি!

নিশি লাজুক গলায় বললো, এই শাড়িটা ও কিনে দিছে।

আমি খাবার খেতে খেতে বললাম, নিশি, তোর শ্বশুর-বাড়ির গল্প বল্।

নিশি আগ্রহ নিয়ে গল্প শুরু করলো। আমি খেতে খেতে ওর গল্প শুনতে লাগলাম...

##

ডাক্তার সাহেব বললেন, পেশেন্টের অবস্থা বিশেষ ভালো না। ওনাকে যত দ্রুত সম্ভব ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। তবে এখন হাসপাতালের এম্বুলেন্স পাবেন না। পাঁচটি এম্বুলেন্সই এনগেজড। রোগী নিয়ে যাচ্ছে। ফিরতে দেরি হবে।

নিশিকে ঢাকায় নিয়ে যাবার জন্য আমার গাড়িতে ওঠানো হলো। ঘড়ির কাঁটা তখন রাত

আড়াইটা ছুঁইছুঁই।

নিশি একবার চোখ মেলে তাকিয়ে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখলো। আমি বললাম, এখন কেমন লাগছে নিশি?

- ভালো না ভাইয়া। ভাইয়া! আমি মইরা গেলে আমার বাচ্চাটার কি হইবো?

- এসব আবোলতাবোল কথা ভাবছিস কেন?

- আবোলতাবোল না। আমি বুঝতে পারতেছি, আমি আর বাঁচমু না।

- চুপ কর তো তুই। বাজে কথা বলবি না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ।

নিশি কথাটা শুনলো কি-না বোঝা গেলো না। তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। দ্রুত শ্বাস পড়ছে। নিঃশ্বাস পড়ার স্পন্দনে বুকপেট ওঠানামা করছে বারবার। একবার অস্ফুট গলার আওয়াজ শোনা গেলো — ভাইয়া!

এরপর আর কিছু শোনা যায়নি। নিশি ঘুমোচ্ছে। শফি ভাই নিশির একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে।

রাস্তা ফাঁকা। গাড়ি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা শহরের বড় রাস্তায় ঢুকবে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। অনেক দূরের কোনো গ্রাম থেকে কয়েকটা কুকুরের আর্তনাদ রাতের নিঃস্তব্ধতা ভেঙে কানে ভেসে আসছে... ■

জানুয়ারি ২০২৫ সংখ্যার জন্য লেখা পাঠানোর শেষ দিনঃ নভেম্বর ৩০, ২০২৪।

NIPUN™ SHIKSHALAYA

Oriental Method of Teaching

GROUP TUITIONS
English Medium

Accountancy, Costing for Professional Courses
B.Com., M.Com., XI & XII Commerce

I to X Maharashtra Board & CBSE

Courses on Specific Topics for X and XII

Small Batches
Individual Attention

Imparting Knowledge
Increasing Competitiveness

Address:
A-2 Indus Durga Apts.
No.9 Mani Nayakkar Street
Near Sengacheriamman Koil
Ganapathipuram, Chrompet
Chennai, TamilNadu – 600 044

E: nipunshikshalaya@gmail.com
M: +91 9322228683 | WhatsApp: +91 7775993977